১৩৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চুক্তিভিত্তিক শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ॥ ২০ সহস্রাধিক শিশুর শিক্ষা ব্যাহত

চুয়াডাঙ্গা সংবাদদাতা ॥ দেশের দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার লক্ষ্যে সরকারী সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পভুক্ত 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' পরিচালিত চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রমের অধীন চালুকৃত ১ শত ১টি উপ-আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় ইতিমধ্যেই ৮০টি বিদ্যালয়ের সাড়ে ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট ৪ শত শিক্ষক-শিক্ষিকা বেকার হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত ঘোষণার কারণে আগামী বছর জানুয়ারী মাসে আরও ২১ টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট ১ শত ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বেকার হইয়া পড়িবে।

চুয়াডাঙ্গা : বন্ধ ঘোষিত শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বাগানপাড়া স্বনির্ভর উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় —ইত্তেফাক

জানা গিয়াছে "২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা" সরকারী এই শ্লোগানকে সর্বাত্মক সফল করিয়া তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তায় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিত্তহীন, অল্পচেতন, দরিদ্র ও অভাবক্লিষ্ট পরিবারের ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নেয় এন, জি, ও, প্রতিষ্ঠান 'স্ব-নির্ভর' বাংলাদেশের মাধ্যমে। স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ সরেজমিনে জরিপ ইত্যাদি সার্বিক পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬টি জেলার ৯টি থানা এলাকায় ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৮০টি বিদ্যালয় চালু করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৫টি জেলার ৬টি থানা এলাকায় আরও ২১টি বিদ্যালয় চালু করে।

আরও জানা গিয়াছে, জরিপ

(৬ষ্ঠ পৃ: দ্র:)

(৩য় পৃ: পর)

চুক্তি ভিত্তিক

রিপোর্ট অনুযায়ী অবহেলিত জনপদ যেখানে ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই এবং খালবিল ও নদী-নালাজনিত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রতিকূল-এই জাতীয় এলাকায় উক্ত উপ আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্বাচন করা হয়। স্ব-স্ব এলাকার দানশীল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের দানকৃত ৪০ শতাংশ জমির উপর প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দানকৃত অর্থ ও সম্পদে কোথাও আধাপাকা কোথাও টিনের চালা ও চাটাইয়ের বেড়া দিয়া বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। একই দান প্রক্রিয়ায় বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্রাদির সংস্থান করা হয়। স্ব স্ব এলাকার বিদ্যোৎসাহী, নেতৃস্থানীয়, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও দাতা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়-দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। উক্ত কার্যক্রমের মূল দায়িত্ব পালনকারী স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত অর্থে বিদ্যালয়গুলিতে বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী, চক, ডাষ্টার এবং ছাত্র ছাত্রীদেরকে বই ও খাতা-কলম, শ্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছিল। শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থানা শিক্ষা অফিসারগণ মাসিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কার্যক্রম তদারকী করিয়া মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষার নিকট নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় দেশের ৬টি জেলার ১১টি থানা এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১ শত ১টি স্ব-নির্ভর বিদালয়ে ২৮ হাজার ছেলে-মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কাজ চলিতেছিল।

এদিকে, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিভাগীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভায় উক্ত ১০১টি উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের ৮০টি বিদ্যালয় গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ২১টি বিদ্যালয় আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু রাখার পর বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ভুক্ত ৮০টি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া পড়ায় বর্ষশেষ চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাড়ে ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নূতন করিয়া ঝরিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ৪ শত শিক্ষক-শিক্ষিকার বেকারত্ব জীবন শুরু হইয়াছে। একই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী বছর জানুয়ারীতে অপর ২১টি বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাগ্যে অনুরূপ দুঃখ-দুর্দশা ও বেকারত্বের দুর্ভোগ সৃষ্টি হইবে।

এতদসংক্রান্ত বিষয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলে স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান এস,এম, আল হুসাইনী বলেন, বন্ধ ঘোষিত ৮০টি উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রিকৃত বিদ্যালয় হিসাবে চালু রাখিবার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে আপ্রাণ চেষ্টা-তদ্বির করিতেছি।